দ্বীনে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পরিবর্তনকারী ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী

‘শিয়া’ সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বাতিল ৭২ দলের অন্তর্ভূক্ত

প্রসঙ্গ:

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ-নেত্রকোণা’র পীর সাহেব হুযুর কিবলা

আল্লামা মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী (মা.জি.আ.)-এর ইরাক ও ইরান সফর

✍ মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী[1]

কুরবানির ঈদ’১৭-এর কিছুদিন আগের কথা। সায়্যিদী সানাদী মুর্শিদী হুযুর কিবলা আল্লামা মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী (মা.জি.আ.) বিশেষ কাজে হঠাৎ ঢাকায় আসলেন। আগারগাঁও থেকে ফকিরাপুল যাওয়ার পথে গাড়ীতে আমি (আলমগীর)-ও ছিলাম। বর্তমান বাংলাদেশে ‘ইরানি অর্থে শিয়া তৎপরতা’ প্রসঙ্গে কথা উঠলে হুযুর কিবলা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন যে, “শুনো! এতদিন আমার প্রকাশ্য দুষমন ছিল দু’ দিকের। আর এখন নতুন করে আরো একটি যোগ হয়েছে:

১. ঘরের দুষমন।” [যারা কি-না পীরকে খোদা ও রাসূল বলে বেড়ায়, হিন্দু-বিধর্মীদেরকে সাথে নিয়ে দরবারি মিটিং ও কমিটি গঠন করে, পূঁজায় শুভেচ্ছা জানায়, খ্রিস্টানদের সংস্থা ‘কারিতাস’ থেকে ভাতা গ্রহণ করে থাকে, পীরের ছবি টানিয়ে এতে মালা পরিয়ে সামনে আগর-মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করতঃ তা‘যিম করে, ওরসে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে গান-বাজনা করে, ‘মিহ্রাব’ সম্পন্ন মসজিদকে গীর্জা বলে ফাত্ওয়া দেয়, মাইকযোগে আযান ও নামাযকে ‘শির্কে আকবার’ ফাত্ওয়া প্রদান করে; এককথায় পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্কে বিকৃত করে রেজভীয়ত তথা আ‘লা হযরত কিবলার নামকে কলঙ্কিত করে তুলেছে।]
২. “লা-মাযহাবী, দেওবন্দী-ওয়াহ্হাবী।” [যারা আল্লাহ্ ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কটুক্তি করে বেড়ায়, নতুন নতুন ফিত্না সৃষ্টি করে ধর্ম বা দ্বীনকে বিধর্মী-নাস্তিক ও জনসাধারণের নিকট হাস্যস্পদ, প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতশ্রদ্ধ করে তুলছে।]
৩. আর নতুন করে যোগ হয়েছে– “শিয়া বা রাফেদ্বী সম্প্রদায়।” [যারা কি-না কালিমা শরীফে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’-এর পরে ‘আলী ওয়ালিউল্লাহ্’ সংযুক্ত করে, আযানেও নতুন শব্দ সংযোগ করে, সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কিরামকে প্রকাশ্য ‘গালী’ দেয়, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলে যে– ‘তা বিকৃত হয়ে গেছে’, ‘মু‘তা বিবাহ’কে বৈধতার মাধ্যমে পতিতাবৃত্তিকে হালাল মনে করে ইত্যাদি।]

হ্যাঁ, শিয়া সম্প্রদায়ের কথাই বলছি। বছর দু’-এক আগে হুযুর কিবলা ইরাক ও ইরান সফরে গিয়েছিলেন এবং ফেইসবুকে ইরানিদের সাথে উনার করমর্দনের কয়েকটি ছবিও ভাইরাল হয়েছে। যেগুলোকে পূঁজি করে হিংসার বশে নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পানি ঘোলাটে করতে চায় এবং অপবাদ আরোপ করতে চায় হুযুর কিবলাকে ‘শিয়া’ বা ‘শিয়াদের সাথে আতাতকারী’ হিসেবে। তাদের এ ভুলটুকুন শুধরে দিতেই এ লিখাটির অবতারণা।

হুযুর কিবলা যখন ঢাকা-বকশীবাজার সরকারী আলিয়াতে কামিল (মাষ্টার্স)-এ অধ্যয়নরত, তখনকার কথা। তিনি পাশেই অবস্থিত বাংলাদেশে ‘কাদিয়ানি বা আহ্মদিয়া মুসলিম(?) জামায়াত’-এর হেড অফিসে গিয়েছিলেন, তাদের কর্মতৎপরতা ও গতিবিধি স্ব-চক্ষে অবলোকনের জন্য। ঐ সময় খুব সম্ভব কিশোরগঞ্জের অধিবাসী ‘কাসেম সাহেব’ নামে জনৈক ব্যক্তি তাদের দাপ্তরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। হুযুর কিবলা তাদেরই কেন্দ্রে বসে তাদের সাথেই দীর্ঘ তর্কে লিপ্ত হন। একপর্যায়ে হুযুর কিবলাকে আপ্যায়ন করার জন্য তারা ‘চা-বিস্কুট’ নিয়ে আসলে তিনি তৎক্ষনাৎ তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা

[1] খাদিম: রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা।
সাংগঠনিক সম্পাদক: আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ।
বাংলাদেশ রেজভীয়া তা‘লিমুস্ সুন্নাহ্ বোর্ড ফাউন্ডেশন।
ই-মেইল: alamgirnajiry@gmail.com

করেন যে, 'আমরা আপনাদেরকে মুসলিম হিসেবেই জানি না, কাজেই আপনাদের আপ্যায়নও গ্রহণ করতে পারব না।'

যাহোক, ছোট্ট এ ঘটনাটি উল্লেখ পূর্বক এই ছোট্ট ম্যাসেজটি-ই প্রদান করা উদ্দেশ্য যে, 'হুযুর কিবলা আল্লামা মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী সাহেব (মা.জি.আ.) ঈমানী শক্তিতে কতোটা বলিয়ান এবং আক্বিদাহ্'র ব্যাপারে কতোটা কঠোর।' যারা ব্যক্তিগতভাবে হুযুর কিবলাকে চিনেন বা তাঁর বরকতময় সান্নিধ্য পেয়েছেন, আশা রাখি যে, বিষয়টি সকলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে স্বীকার করে নিবেন। এছাড়াও আমরা আরো একটু সামনে আসলে দেখতে পাই যে, সত্যের জন্য, আ'লা হযরত কিবলার মতাদর্শ তথা আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর আদর্শ রক্ষায় তিনি স্বীয় পরিবার- এমনকি বসতভিটাসহ পারিবারিক কোটি কোটি টাকার সম্পদ পর্যন্ত ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সেই ব্যক্তিটি-ই কি সামান্য দুনিয়াবী এ অর্থের জন্য স্বীয় আদর্শ-আক্বিদাহ্-সুন্নিয়াত জলাঞ্জলী দিতে পারেন? না, তা অবশ্যই নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকেই হুযুর কিবলার সান্নিধ্যে ও খিদমতে থেকে যে আদর্শের দীক্ষা পেয়েছি, তা কখনো এমনটি নয়, যেমনটি হিংসার বসে স্বার্থান্বেষী সেই মহলটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে হুযুর কিবলার ইরাক ও ইরান সফরের প্রেক্ষাপট কি? ঐখানে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য কি? ইরানে অবস্থানকালে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আক্বিদাহ্গত আচরণ কেমন ছিল? দেশে ফিরে আসার পরের অবস্থান কি? এবং শিয়াদের ব্যাপারে হুযুর কিবলা ও রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ-এর আক্বিদাহ্ কি? এ কয়েকটি ব্যাপার আলোচনা করলেই মূল বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ চাহে তো, সংক্ষিপ্তসারে এ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই শেষ করছি।

◈ হুযুর কিবলার ইরাক-ইরান সফরের প্রেক্ষাপট:

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। একদিন মাগরিবের পূর্ব মূহুর্তে নেত্রকোণা শহরে হুযুর কিবলার সাথে আমরা মিলাদ শরীফের একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। তখন আমার ফোনে একটি 'কল' আসলে তা রিসিভ করি। ঢাকা থেকে জনৈক ব্যক্তি (সঙ্গত কারনেই নাম উল্লেখ করা হয় নি) 'আহ্লে বাইত'-এর নামে একটি সংগঠনের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, 'আপনার ফোন নাম্বারটি আমরা আপনাদের দরগাহ্ শরীফের ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে ফোন দিলাম। দেখলাম যে, আপনারা আহ্লে বাইতের স্মরণে ওরছে আজীম উদ্‌যাপন করে থাকেন। আমরাও আহ্লে বাইতের প্রেমিক। আপনার পীর সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে চাই।' এভাবেই হুযুর কিবলার সাথে তাদের যোগাযোগ আরম্ভ হয়। এর দীর্ঘদিন পরে তারা তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্লে বাইতের মাযার শরীফ, কারবালা, হুযুর গাউছে পাকের মাযার শরীফ প্রভৃতি স্থান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইরাক ও ইরান সফরে হুযুর কিবলাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং সাথে তা-ও জানায় যে, 'তাদের সুন্নী-হানাফী-তাসাওউফপন্থীদের সাথে কোন মতানৈক্য বা গড়মিল নেই।' পাশাপাশি আমাদের সুপরিচিত কয়েকজন সুন্নী(?) পীর সাহেবের নামও বলেন যে, 'তারাও সাথে যাচ্ছেন এবং তাদের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।'

এরপর হুযুর কিবলা ঐ পীর সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের সাথে সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি মিটিংয়ে উপস্থিত হলে তারা একপর্যায়ে তাদের সংগঠনের বিশেষ উচ্চপদে হুযুর কিবলাকে প্রস্তাব করেন। এরপর হুযুর কিবলার পাসপোর্টও নিয়ে নেন, ভিসা প্রসেসিং এর জন্য। কিন্তু হুযুর কিবলা একপর্যায়ে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আমাকে পাঠিয়েই প্রথমবার বার তাদের থেকে পাসপোর্টটি নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার একরকম জোড় করেই আবার তারা পাসপোর্টটি নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইরাক ও ইরান সফরে তাদের সাথী হন।

◈ সফরের উদ্দেশ্য:

বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ সফরে বের হন যে, আহ্লে বাইত, কারবালা ও গাউছে পাকসহ বুযুর্গানে দ্বীনের যিয়ারত করা।

◈ ইরানে অবস্থানকালে হুযুর কিবলার ব্যক্তিত্ব ও আক্বিদাহ্‌গত আচরণ:

এ সফরে তাঁর সাথে বাংলাদেশের কয়েকজন সুন্নী হিসেবে পরিচিত পীর সাহেবও ছিলেন, যারা এর আগেও কয়েকবার ইরানে গিয়েছেন। তাদের এবং তাদের মাধ্যমে ইরানি ব্যবস্থাপনা পরিষদের ধর্মীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে হুযুর কিবলা ঐখানে থাকাবস্থায়ই কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি তৈরী হয়:

১. কালিমা শরীফে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্'-এর পরে 'আলী ওয়ালিউল্লাহ্' সংযুক্ত করা হয়েছে কেন?
২. আযানেও একইভাবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নাম সংযোগ করা হয়েছে কোন দলিলের উপর ভিত্তি করে?
৩. সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কিরাম- বিশেষতঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ফারুকে আ'যম, উসমান যুন্-নুরাইন, মা আয়েশা সিদ্দীকা, আমীরে মু'আভিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-গণ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় কেন? প্রভৃতি।

◈ দেশে প্রত্যাবর্তনের পরের অবস্থা:

এরপর তিনি দেশে ফিরে আসলে তারা 'মাসিক, বাৎসরিক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দান-অনুদান' প্রেরণের জন্য হুযুর কিবলার নিকট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিকাশ নাম্বার চাইলে হুযুর কিবলা তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাদের মিটিংসমূহে উপস্থিতির জন্য পীড়াপীড়ি করলেও তিনি আর উপস্থিত হন নি। যার ফলে তাদের মধ্যে হুযুর কিবলার প্রতি চরম ক্ষোভ ও অসন্তুষের প্রকাশ ঘটে বলে আঁচ করা যায়।

◈ 'শিয়া'দের ব্যাপারে হুযুর কিবলা ও রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ-এর আক্বিদাহ্:

এককথায়, ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে দু'টি বাতিল ফিরকার আবির্ভাব হয়েছে, তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে 'শিয়া' বা 'রাফেদ্বী' একটি। হুযুর কারীম রাউফুর্ রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণীতে ৭২ ফিরকা বাতিল সম্প্রদায়ের যে কথা বলা হয়েছে, এদের মধ্যে দ্বীনে মুহাম্মদী পরিবর্তনকারী ও সাহাবাগণের বিদ্বেষকারী 'শিয়া' ফিরকাও অন্তর্ভূক্ত। তারা সাহাবাগণের সমালোচনা করে, যা নিতান্তই বে-আদবী এবং ক্ষেত্র বিশেষ কুফুরীও বটে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে বা তারা 'শিয়া' বা 'রাফেদ্বী', তবে তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক রাখা হারাম।

জ্ঞাতব্য যে, আজ থেকে ১০ বৎসর পূর্বেই হুযুর কিবলা শিয়া, খারেজী, ওয়াহ্হাবী, দেওবন্দী বাতিল পন্থীদের ব্যাপারে 'হিদায়ত ও কুফরিয়াত' নামে একটি কিতাব রচনা করে তাদের ভ্রান্ত আক্বিদার মুখোশ উন্মোচন করেন।

আফসোস এই বিষয়ে যে, কিছু লোক এ বিষয়টি সম্পূর্ণ না জেনেই বা হুযুর কিবলার নিকট কারন জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই হিংসার বসে দেশে-বিদেশে তাঁর নামে অপবাদ আরোপ করে বেড়াচ্ছে এবং ইরান সফরের ছবিগুলো সামনে এনে মানুষকে ভুল বুজাতে চাচ্ছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বর্তমান সৌদিদের পয়সায় ফুলে-ফেঁপে উঠা 'আহ্লে হাদিস-ওয়াহ্হাবী ফিত্না' থেকেও বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং ইরানি পয়সায় বেড়ে উঠা 'শিয়া ফিত্না' থেকেও পরহেয থাকার তৌফিক দিন।

আমিন! বিজা-হি ত্ব-হা- ওয়া ইয়া-সীন।